



60288 - ইসরা ও মরোজেরে রাত্রি উদযাপন

প্রশ্ন

ইসরা ও মরোজেরে রাত্রি উদযাপন করার বখান কি? উল্লেখ্য সটেরিজব মাসরে ২৭তম রাত।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নঃসন্দহে ইসরা ও মরোজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রসিলাতরে সত্যতার পক্ষ্যে ও আল্লাহর কাছে তাঁর মহান মর্যাদার সপক্ষ্যে আল্লাহর পক্ষ্য থেকে মহান নদির্শনাবলরি অন্যতম। একইভাবে এটি আল্লাহর মহা ক্বমতা ও তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকার একটি বড় প্রমাণ। আল্লাহ তাআলা বলেন: “পবত্রি মহমিময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রিকালে মসজদি হারাম থেকে মসজদি আকসাতে ভ্রমণ করিয়েছেন; যবে মসজদিরে চারপাশে আমরা বরকত দিয়েছি; যাতবে করে আমরা তাকে আমাদের নদির্শনাবলদি দেখতে পারি। নশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টি।” [সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত: ১]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির সূতরে বর্ণতি হয়েছে যে, তাঁকে আসমানরে দকি উর্ধ্বে মরাজ করানো হয়েছে। তাঁর জন্য আসমানরে দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়েছে; এমনকি তিনি সপ্ত আকাশ পাড়ি দিয়েছেন। এরপর তাঁর রব্ব তাঁর সাথে যা ইচ্ছা কথা বলছেন এবং তাঁর উপর নামায় ফরয করছেন। প্রথমতে আল্লাহ তাঁর উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায় ফরয করেন। কনিত্তু, তিনি আল্লাহর কাছে নামায় কমানোর জন্য বারবার ধর্ণা দনে; এক পর্যায়ে নামায় পাঁচ ওয়াক্তে স্থরি করা হয়। ফরয দায়তিব বা আবশ্যকীয় দায়তিব হিসাবে নামায় পাঁচ ওয়াক্ত। কনিত্তু, প্রতদিনরে ক্বতেরে এটি পঞ্চাশ ওয়াক্ত। কনেনা, এক নকৌতে দশ নকৌর সওয়াব রাখা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। যাবতীয় নিয়ামতরে জন্য তাঁরই শুকরিয়া।

যবে রাত্রতি মরোজ সংগঠতি হয়েছে সে রাত্রকি সুনরিদষ্টি করে কোন হাদসি বর্ণতি হয়নি; না রজব মাসরে ব্যাপারে; আর না অন্য কোন মাসরে ব্যাপারে। সে রাত্রকি নরিদষ্টি করে যবে সব বর্ণনা উর্ধ্বে হয়েছে সে বর্ণনাগুলোর কোনটি হাদসি বশিরদদের নকিট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত নয়। সে রাত্রটিকি সুনরিদষ্টি করণ থেকে মানুষকে ভুলিয়ে দেয়ার মধ্যতে আল্লাহ তাআলার মহান কোন হকেমত নহিতি রয়েছে। যদি সে রাত্রটি সুনরিদষ্টিভাবে সাব্যস্ত হত তদুপরিসে রাত্রতি বশিষে কোন ইবাদত পালন করা মুসলমানদের জন্য জায়যে হত না, সে রাত্রটি উদযাপন করাও সঙ্গত



হত না। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ এ দবিসটি উদযাপন করনেনি এবং এ দবিসে বিশেষে কোন ইবাদত পালন করনেনি। যদি সে দবিসটি পালন করা শরয়িতরে বধিান হত তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতরে জন্য সটো বর্ণনা করতনে; হয়তো কথার মাধ্যমে কথিবা তাঁর আমলরে মাধ্যমে। আর সে রকম কিছু ঘটলে সে কথা সবাই জানতে পারত এবং সাহাবায়ে কেরোম আমাদরে কাছে সটো বর্ণনা করতনে। কনেনা, উম্মতরে যা কিছু প্রয়োজন এর সবকিছু তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করছেন। দ্বীনি কোন বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তাঁরা অবহলো করনেনি। বরং তাঁরা যে কোন ভাল কাজে অগ্রণী ছিলনে। যদি এ দবিসটি উদযাপন করা শরয়িতসম্মত হত তাহলে তাঁরা সবার আগে সটো উদযাপনে এগিয়ে যতনে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হচ্ছনে মানুষরে জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী। তিনি রাসুলরে দায়তিব পরপূর্ণভাবে পালন করছেন, আমানত যথাযথভাবে পটৌছে দিয়েছেন। সুতরাং এ রাতকে বিশেষে মর্যাদা দয়ো ও পালন করা যদি দ্বীনি বিষয় হত তাহলে এক্ষেত্রে তিনি গাফলে থাকতনে না এবং এটি গোপন করতনে না। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কিছু আসনে অতএব বুঝতে হবে এ রাতকে বিশেষে মর্যাদা দয়ো ও এ রাতটি উদযাপন করা ইসলামী কাজ নয়। আল্লাহ তাআলা এ উম্মতরে জন্য দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং তাদের জন্য নয়োমতকে পরপূর্ণ করে দিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া এ দ্বীনরে মধ্যে নব কিছু চালু করবে তার নিন্দা করছেন। আল্লাহ তাআলা সূরা মায়দিতে বলনে: “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরপূর্ণ করে দলিাম এবং তোমাদের উপর আমার নয়োমত সম্পূর্ণ করলাম, আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন (ধর্ম) হিসেবে পছন্দ করলাম।” [সূরা মায়দি, আয়াত: ৩] তিনি আরও বলনে: “তাদের কি এমন কিছু শরীক রয়েছে যারা এমন বধিান জারী করছে আল্লাহ যা করার অনুমোদন দনেনি?” [সূরা সূরা, আয়াত: ২১]

সহহি হাদসিে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক বদিাত (নবপ্রবর্ততি বিষয়) থেকে হুশিয়ার করা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন: বদিাত হচ্ছ- ভ্রষ্টতা। যাতে করে উম্মত সাবধান হতে পারে এবং বদিাতে লপিত হওয়া থেকে দূরে থাকতে পারে।

এ সংক্রান্ত হাদসিের মধ্যে রয়েছে যে হাদসিটি সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমিে আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, “যে ব্যক্তি আমাদরে দ্বীনে নতুন কিছু চালু করে সটো প্রত্যাখ্যাত।” সহহি মুসলমিেরে অপর বর্ণনায় এসছে “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে আমাদরে দ্বীনে যার অনুমোদন নহে সটো প্রত্যাখ্যাত।” সহহি মুসলমিে জাবরি (রাঃ) থেকে আরও বর্ণতি হয়েছে যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার দিনে খুতবাকালে বলতনে: “আম্মাবাদ। সর্বোত্তম বাণী হচ্ছ- আল্লাহর কতিব। সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছ- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ। সর্বনকিষ্ট বিষয় হচ্ছ- নবপ্রচলতি বিষয়াবলী। প্রত্যকে বদিাতই হচ্ছ- ভ্রষ্টতা।” জায়দি সনদে ইমাম নাসাঈ আরকেটু বৃদ্ধি করে বর্ণনা করনে যে, “আর প্রত্যকেটি ভ্রষ্টতা জাহান্নামে যাবে।” সুনান গ্রন্থসমূহে ইরবায় বনি সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, তিনি বলনে: রাসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদরেকে ওয়ায করলনে; খুবই হৃদয়াগ্রহী ওয়ায। সে ওয়াযে হৃদয়গুলো ক্রন্দন করল, চক্ষু অশ্রু বসির্জন করল। আমরা বললাম: ইয়া রাসূলল্লাহ! এটি যনে বদিয়াী ভাষণ।



আমাদেরকে কিছু ওসয়িত করুন। তিনি বলেন: “আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতির ওসয়িত করছি। শ্রবণ ও মান্য করার ওসয়িত করছি; এমনকি তোমাদের উপর কোন ক্রীতদাস নতো হলে তবুও। কারণ তোমাদের মধ্যে যারা হায়াত পাবে তারা অনেকে মতানকৈষ দেখতে পাবে। আমার পরে তোমাদের কর্তব্য হবে আমার সুন্নত ও খোলাফায় রাশদীন এর সুন্নত পালন করা। এই সুন্নতকে আঁকড়ে ধর, মাড়রি দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর। আর সকল নব প্রচলতি বিষয় থেকে দূরে থাকবে। কেননা প্রত্যেকেটা নবপ্রচলতি বিষয় বিদিত। প্রত্যেকেটা বিদিত ভ্রষ্টতা।” এ অর্থবোধক অনেকে হাদিস রয়ছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীবর্গ থেকে এবং তাদের পরবর্তীতে সলফে সালহীন থেকে বিদিত থেকে সাবধানকরণ ও সতর্কীকরণ সাব্যস্ত হয়েছে। এর কারণ হল, বিদিত হচ্ছে- দ্বীনরে মধ্যে বৃদ্ধিকরণ এবং আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া বধিান প্রণয়ন করণ এবং আল্লাহর শত্রু ইহুদী ও খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করণ; যহেতে তারা তাদের ধর্মরে মধ্যে এমন কিছু সংযোজন, পরবির্ধন করছে আল্লাহ যা অনুমোদন করেননি। এটি করা হলে এর অর্থ হচ্ছে ইসলাম ধর্মকে ছোট করা ও অপরিপূর্ণতার দোষারোপ করা। এ ধরণরে বিষয় যেকত জঘন্য, ন্যাককারজনক এবং আল্লাহর বাণী “আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দলিাম” এর সাথে সাংঘর্ষকি তা সবারই জানা। অনুভূপভাবে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হাদিসগুলোর সাথেও সাংঘর্ষকি যগেলোতে তিনি বিদিত থেকে সতর্ক করছেন।

আমরা আশা করছি, এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে একজন সত্যান্বযৌ ব্যক্তরি জন্য এ বিদিতকে অর্থ্যাৎ মরিাজরে রাত উদযাপনরে বিদিতকে অস্বীকার করার ক্ষতেরে, এ বিদিত থেকে হুশিয়ার করার প্রসঙগে এবং এটি য়ে, ইসলামী কোন কাজ নয় সে ব্যাপারে এগুলো যথেষ্ট ও সন্তোষজনক।

মুসলমি উম্মহর কল্যাণ কামনা করা, আল্লাহর দ্বীন বর্ণনা করা ও ইলম গোপন না করা আল্লাহ ফরয করছেন বধিায় আমরা মুসলমি ভাইদেরকে এ বিদিত সম্পর্কে সাবধান করতে চয়েছে; য়ে বিদিতটি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। এমনকি লোকেরো ধারণা করছে এটি ধর্মীয় কাজ। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে মুসলমি উম্মাহর অবস্থা পরিবর্তন করে দনে এবং তাদেরকে দ্বীন বিসিয়ে প্রজ্ঞা দান করনে। আমাদেরকে ও তাদেরকে সত্যকে আঁকড়ে ধরার ও সত্যরে উপর অবচিল থাকার এবং সত্যরে বিরোধতি বর্জন করার তাওফকি দনে। নশ্চয় তিনি সে ক্ষমতা রাখনে। আল্লাহ তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদরে উপর তাঁর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।